মেহেরপুর সদর ইটভাঙা মালিক সমিতির নির্বাচন সম্পন্ন

মেহেরপুর সদর উপজেলা ইটভাঙা মালিক সমিতির দ্বিবার্ষিক নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে সমিতির কার্যালয়ে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনে ৯টি পদে মোট ১৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৪ জন ভোটারের মধ্যে ১৯১ জন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন, যা উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি।

সভাপতি পদে শামিমুল ইসলাম লিজন (প্রতীক: ছাতা) ১০৯ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বাবলু ইসলাম (প্রতীক: গরুরগাড়ি) পান ৭৩ ভোট। সহ-সভাপতি পদে মহিদুল ইসলাম (চেয়ার) ৯৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন, তার প্রতিদ্বন্দ্বী সালিকুল রহমান (আনারস) পেয়েছেন ৮০ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (দোয়াত-কলম) ৮৯ ভোট পেয়ে ২ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী রাকিবুল ইসলাম সজল (ফুটবল) পেয়েছেন ৮৭ ভোট।

অন্যান্য বিজয়ীরা হলেন সহ-সম্পাদক: সেন্টু (বই) ১০৪ ভোট, সাংগঠনিক সম্পাদক: সোহরাব আলী (সাইকেল) ৯৭ ভোট, কোষাধ্যক্ষ: জাকারিয়া জামু (মই) ১২০ ভোট, প্রচার সম্পাদক: আলমগীর হোসেন (মোরগ) ১০৮ ভোট। নির্বাহী সদস্য পদে শিমুল (টিউবওয়েল) ১০৭ ভোট এবং রবিউল ইসলাম জাম্বু (কবুতর) ৯৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন।

নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন, মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবিব সোনা। সহকারী নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সাখাওয়াত হোসেন সবুজ ও কুতুব উদ্দিন বাবু। এছাড়া নির্বাচনী কার্যক্রমে সহায়তা করেন আহ্বায়ক খোরশেদ আলম লাভলু, যুগ্ম আহ্বায়ক বেলাল হোসেন, সদস্য ইসমাইল হোসেন, মোজাফফর হোসেন ও সাফায়েত হোসেন।

নির্বাচন শেষে ফলাফল ঘোষণার পর বিজয়ী প্রার্থীদের সমর্থকরা আনন্দ মিছিল করেন এবং নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ সমিতির কার্যক্রমে

গতিশীলতা ও সদস্যদের কল্যাণে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশ গড়তে হলে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা জরুরি

“ইনসাফ ও ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ গড়তে হলে ইসলামী হুকুমতের কোনো বিকল্প নেই” মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান।

তিনি বলেন, “জামায়াতের প্রতিটি জনশক্তিকে মাঠপর্যায়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে এবং ইসলামী চিন্তাধারাকে সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।”

শনিবার মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আয়োজনে পৌর কমিউনিটি সেন্টারে দিনব্যাপী রোকন শিক্ষাশিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জেলা আমীর মাওলানা তাজউদ্দীন খান। শিবির পরিচালনা করেন জেলা তারবিয়াত সেক্রেটারি মাওলানা রফিকুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চল টিমের সদস্য ডা. আলমগীর বিশ্বাস, কুষ্টিয়া জেলা আমীর অধ্যাপক মাওলানা আবুল কাশেম ও জেলা কর্মপরিষদের সদস্য মাওলানা আব্দুল মজিদ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা নায়েবে আমীর মাওলানা মহাবুব উল আলম, জেলা সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, বায়তুলমাল সেক্রেটারি জারজিস হুসাইন, রাজনৈতিক সেক্রেটারি মাওলানা রুহুল আমিন, দাওয়াহ বিভাগীয় সেক্রেটারি মাওলানা সোহেল রানা, প্রচার সেক্রেটারি খাইরুল বাসার, যুব বিভাগীয় সেক্রেটারি সোহেল রানা ডলার এবং শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল।

শিবিরে রোকনদের মাঝে আদর্শিক, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক বিষয়ে নানা দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এ কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও রোকনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

গাংনীতে প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে হুইলচেয়ার বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাওট বাধাগ্রস্ত শিশু বিদ্যালয়ের আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (২১ জুন) দুপুরে বিদ্যালয় মাঠে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, গাংনী উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আরশাদ আলী এবং প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের প্রতিবন্ধী বিষয়ক অফিসার তুলসী কুমার পাল। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইনামুল হক।

এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খাদিজা আক্তার।

অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিশুদের মাঝে ১৩টি হুইলচেয়ার ও একটি ওয়াকার বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।
পরে প্রতিবন্ধী শিশুদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

৩২ মাসের নাটকীয়তার অবসান, ফিরলো হৃদয়ের মরদেহ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বহুল আলোচিত ‘আশা অফিস হৃদয় নিখোঁজ’ নাটকের শেষ দৃশ্য হাজির হয়েছে ৩২ মাস পর। অবশেষে মালয়েশিয়া থেকে দেশে ফিরেছে হৃদয় হোসেনের মরদেহ।

২০২২ সালের ২ অক্টোবর সকালে গাংনীর বাওট এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি এনজিও “আশা”র অফিসে সিঁড়ি ও কক্ষে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ দেখা গেলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সেইসঙ্গে নিখোঁজ হন ওই অফিসের পিওন ও বাবুর্চি হিসেবে কর্মরত ১৮ বছর বয়সী হৃদয় হোসেন।

ঘটনার পরপরই উত্তেজিত জনতা অফিসের শাখা ব্যবস্থাপক আমিনুল ইসলামকে আটক করে বেদম মারধরের পর পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

পরিবারের অভিযোগ ছিল- ১ অক্টোবর রাতে হৃদয়কে ম্যানেজার আমিনুল ইসলামসহ কয়েকজন লোক বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। তারা হৃদয়ের পরিবারের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেও হৃদয়কে আর ফেরত না পাঠিয়ে পরদিন সকালে ‘রক্তমাখা অফিস’ রেখে উধাও হয়ে যায়।

হৃদয়ের পরিবার দাবি করে, অফিসের মাঠকর্মী ও শাখা ব্যবস্থাপকের মধ্যে অনৈতিক সম্পর্কের ভিডিও হৃদয় ধারণ করে ফেলেছিলো। সে ভিডিও নিয়ে হৃদয়কে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। মনে হচ্ছে, পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করে মরদেহ গুম করা হয়েছে। ঘটনার সময় এই অভিযোগে উত্তপ্ত হয় পুরো বাওট এলাকা। এনজিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষুব্ধ জনতা। পরিবারও দাবি করে আসছিল হৃদয়কে হত্যার পর তার লাশ গুম করা হয়েছে।

তবে সেই নাটকের মোড় ঘুরল ৩২ মাস পর। হঠাৎ করেই হৃদয়ের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় মালয়েশিয়া থেকে। জানা যায়, দীর্ঘদিন মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত হৃদয় সেখানে অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে তার মরদেহ দেশে আনা হয়।

স্থানীয়দের মধ্যে চলছে ভিন্নমত, বাওট এলাকায় এই ঘটনা ঘিরে নতুন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলছেন, এতো বছর ধরে পরিবারের

দাবি ছিল ছেলে গুম বা হত্যা হয়েছে। কিন্তু সে যে বিদেশে ছিল, এটা গোপন ছিল কীভাবে? তাহলে কি পুরো ঘটনাটাই সাজানো ছিল?

আরও অনেকে বলছেন, হৃদয় হয়তো আশার অফিসে কোনো আর্থিক অনিয়ম বা অবৈধ কর্মকাণ্ড জেনে ফেলেছিল। পরে সেগুলো থেকে বাঁচতেই এই নাটক সাজানো হয়েছিল। কিংবা উল্টো হৃদয়ই কোনও অর্থ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে আত্মগোপনে মালয়েশিয়া চলে যায়।

গাংনীতে স্বেচ্ছাশ্রমে মসজিদের ওযুখানার রাস্তা মেরামত জামায়াতের

মেহেরপুরের গাংনীতে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশে দীর্ঘদিন অবহেলিত পড়ে থাকা একটি রাস্তা অবশেষে স্বেচ্ছাশ্রমে মেরামতের কাজ শুরু করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় নেতাকর্মীরা। ওজুখানার যাতায়াতের এই রাস্তাটি দুই বছর ধরে সংস্কারবিহীন থাকায় মুসল্লিরা চরম দুর্ভোগে ছিলেন।

শুক্রবার (২০ জুন) সকাল ৯টার দিকে জামায়াত নেতাকর্মীরা নিজ উদ্যোগে রাবিশ ও মাটি দিয়ে রাস্তার মেরামতের কাজ শুরু করেন। এতে নেতৃত্ব দেন জেলা জামায়াতের সূরা সদস্য ও মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য প্রার্থী নাজমুল হুদা। এসময় গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর আহসানুল হক, পৌর জামায়াতের বায়তুল মাল সম্পাদক জিল্লুর রহমানসহ জামায়াতের অন্যান্য নেতাকর্মী উপস্থিতি উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক সড়ক প্রশস্তকরণ প্রকল্পের আওতায় প্রায় দুই বছর আগে গাংনী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের ওজুখানাটি ভেঙে ফেলা হয়। একই সময়ে পৌরসভার পক্ষ থেকে শুরু হয় ড্রেন নির্মাণ কাজ। কিন্তু উভয় প্রকল্পই দীর্ঘ সময় ধরে অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকায় মসজিদের মুসল্লিদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।

বর্ষা মৌসুমে কাদায় পথ অচল হয়ে পড়ে, এমনকি ওজু করতেও সমস্যায় পড়েন মুসল্লিরা। অভিযোগ উঠেছে, স্থানীয় প্রশাসন ও পৌর কর্তৃপক্ষ বারবার আশ্বাস দিলেও দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যার সমাধানে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি।

নিজ উদ্যোগে রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু করার বিষয়ে জেলা জামায়াতের সূরা সদস্য ও এমপি প্রার্থী নাজমুল হুদা বলেন:“রাস্তা না থাকায় মসজিদের ওজুখানায় যাওয়া দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। বৃষ্টি হলে পা রাখা যেত না। সরকারি কোনো সাহায্য না পেয়ে আমরা নিজেরাই মাটি ও রাবিশ নিয়ে নেমে পড়েছি। আল্লাহর ঘরের জন্য আমরা নিজেরা এগিয়ে এসেছি।”

তিনি আরও বলেন,“শুধু অভিযোগ করে বসে থাকলে হবে না। জনগণের জন্য, ইসলামের জন্য কাজ করতেই আমরা রাজনীতি করি।”

মেহেরপুরকে মডেল জেলা হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করে যাচ্ছি

- মনির হায়দার

মেহেরপুর জেলা যেন বাংলাদেশে একটি মডেল হিসেবে গড়ে উঠতে পারে আমরা সকলের সহযোগিতা নিয়ে সে চেষ্টা করে যাচ্ছি।

শুক্রবার সকাল ১১টায় মেহেরপুর সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন ও একাডেমিক কার্যক্রম শুরু সংক্রান্ত একটি মতবিনিময় সভায় প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার এ কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, “চলতি সেশনেই মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা এগোচ্ছি। ” তিনি দ্রুত স্থান নির্ধারণ ও একাডেমিক কার্যক্রম শুরুর বিষয়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস

চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. বখতিয়ার উদ্দিন, জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিল খান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শেখ মেজবাহ উদ্দিনসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা।

সাংবাদিক মাহাবুব চান্দুর মামলা খারিজ, উচ্চ আদালতে করবেন আপিল

মেহেরপুর প্রতিদিনের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর দায়ের করা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের একটি মামলা খারিজ করে দিয়েছেন ট্রাইবুনাল আদালত।

বর্তমান সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কয়েকটি ধারা রেখে আইনটি বাতিল করায় আদালত মামলাটি খারিজ করেন। তবে মামলার বাদী উচ্চ আদালতে খারিজের বিরুদ্ধে আপিল করবেন বলে জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার খুলনার বিভাগীয় স্পেশাল সাইবার ট্রাইবুনাল আদালতের বিচারক মমিনুন নেসা শুনানি শেষে মামলাটি খারিজ করে দেওয়ার আদেশ দেন।

২০২৩ সালে মাহবুব চান্দু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮—এর ২৪/২৫(১)(ক)/২৫(১)(খ)/২৫(২)/২৯/৩১/৩৫ ধারায় মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মোতাসিম বিল্লা মতু, সাইফুল বাহার স্বাধীন, মুত্তাকী বিল্লাহ শাফিন, শামীম হাসান সোহাগ, তৌহিদুল ইসলাম লিওন, সৌমিক এবং এস. এম. মেহরাব হোসেনকে আসামি করে মামলাটি দায়ের করেন।

কিছুদিন আগে বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকার ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কয়েকটি ধারা ব্যতিত আইনটি বাতিল করলে আদালত শুনানির পর মামলাটি খারিজ করে দেন।

মামলার বাদী মাহাবুব চান্দু বলেন, কোনো আইন বাতিল বা স্থগিত করা হলে পূর্বের মামলাগুলো চলমান থাকার কথা। কিন্তু বর্তমান

অন্তর্বর্তী সরকারের একটা অধ্যাদেশে সাইবার নিরাপত্তা আইনের কিছু ধারা বাতিল করেছে। আমার মামলার অভিযোগ ইতোমধ্যে পিবিআই কুষ্টিয়া তদন্ত করে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। তা স্বত্বেও মামলাটি কি কারণে বাতিল হলো সেটি জানতেই উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হবো।

গাংনীর তেরাইল জোড়পুকুরিয়া ডিগ্রি কলেজে বিদায় অনুষ্ঠান

গাংনীর তেরাইল জোড়পুকুরিয়া ডিগ্রি কলেজে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের এইচএসসি শিক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র বিতরণ ও বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় কলেজ হলরুমে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জিনারুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং সহকারী অধ্যাপক জাবলুন্নবীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল, রবীন্দ্র মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক নুরুল ইসলাম, জেটিএস মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান সোনা, কলেজের সহকারী অধ্যাপক আরিফুল হক, রেজাউল ইসলাম, মাহবুবুল ইসলাম তুহিন, মিরপুর নিমতলা কলেজের প্রভাষক কামরুল ইসলাম, বামুন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নওশাদ আলী এবং বিএনপি নেতা ইয়াছিন আলী।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকেও তাদের অনুভূতি প্রকাশ করা হয়। অত্যন্ত চমৎকার পরিবেশে বিদায় অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জুলফিকার আলী ভুট্টো শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, “তোমরাই আগামীর ভবিষ্যৎ। মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের

মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলো এবং দেশের কল্যাণে কাজ করো। শুধু সনদনির্ভর শিক্ষা নয়, সত্যিকারের জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “এটি কোনো বিদায় নয়, বরং উচ্চশিক্ষার পথচলার একটি নতুন সূচনা। আগামী ২৬ তারিখ অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষায় তোমাদের সকলের জন্য রইল শুভকামনা।”

মুজিবনগরে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার

মুজিবনগরে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণ শীর্ষক সেমিনার ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন এবং গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ, মেহেরপুর সিডিপি-এর আয়োজনে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)-এর তত্ত্বাবধানে এই সেমিনার ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের হলরুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিসিএসআইআর-এর সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. অজয় কান্তি মন্ডল এবং মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মন্ডল।

ফিতা কেটে অনুষ্ঠান উদ্বোধনের পর অতিথিবৃন্দ প্রদর্শনীতে স্থাপিত বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

পরবর্তী সময়ে উপজেলা পরিষদ হলরুমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মন্ডলের সভাপতিত্বে সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন ড. অজয় কান্তি মন্ডল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিন আল আজাদ, মুজিবনগর প্রেসক্লাব সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স, গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি ম্যানেজার বিপুল রেমা এবং প্রোগ্রাম অফিসার রাসেল শেখ।

প্রদর্শনীতে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ করে বিজ্ঞানভিত্তিক আবিষ্কার উপস্থাপন করে প্রথম স্থান অর্জন করে মুজিবনগর আম্রকানুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিবপুর, এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে বাগান মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

সেমিনার শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মুজিবনগরে তিন দিনব্যাপী ফল মেলা উদ্বোধন

“দেশি ফল বেশি খাই, আসুন ফলের গাছ লাগাই” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মুজিবনগরে তিন দিনব্যাপী ফল মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা কৃষি অফিসের উদ্যোগে উপজেলা কৃষি অফিস প্রাঙ্গণে বৃহস্পতি থেকে শনিবার পর্যন্ত চলবে এই ফল মেলা। মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মিজানুর রহমান, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স এবং সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান।

ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধনের পর ইউএনও পলাশ মন্ডল অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

মেলায় ৪টি স্টলে আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, ড্রাগন, লেবু, তাল, কামরাঙ্গা, খেজুর, জামরুল, পেঁপে, গাব, আঁশফল, মালটা ও পেয়ারাসহ বিভিন্ন প্রজাতির দেশি ফল প্রদর্শিত হয়েছে।

স্থানীয় কৃষকদের উৎসাহিত করা এবং জনগণের মধ্যে দেশি ফলের গুরুত্ব তুলে ধরার লক্ষ্যে এ মেলার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান আয়োজকরা।